দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... ...

001002

গোশালা এবং পাঠশালা

সাতক্ষীরায় এখন মাঠেঘাটে প্রাথমিক শিক্ষার আসর বসে যাচ্ছে মনে হয়। সংবাদদাতা জানিয়েছেন সাতক্ষীরার তালা উপজেলার নরুল্লাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজকর্ম এখন একটা গোশালায় চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঝড়গাছা স্কুল বসছে একটা রাইস মিলে আর চেঙ্গরখালি স্কুল বসছে একজনের বৈঠকখানায়।

এ খবর পেয়ে আনন্দিত হব না উদ্বিগ্ন বোধ করব বুঝতে পারছি না। আনন্দিত বোধ করার কারণ অবশ্যই আছে। দেশে শিক্ষাপ্রীতির যে যথেষ্ট বিস্তার ঘটেছে এ খবরে তার প্রমাণ মিলছে। বিদ্যাসাগর বাতির অভাবে ল্যাম্পপোস্টের আলোয় লেখাপড়া করতেন আর সাতক্ষীরার শিক্ষার্থীরা স্কুলঘরের অভাবে গোশালায় পাঠাভ্যাস করছে। মহৎ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব হয়ত এরকমই হয়ে থাকে। শুভ লক্ষণ। আনন্দিত হওয়া যায় বৈকি।

কিন্তু খবরে আরো জানা গেছে প্রতিটি স্কুলের জন্যে গৃহনির্মাণ বাবদ এক থেকে দু লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন এ টাকা দিয়ে কি করা হয়েছে অথবা হবে? স্কুলঘরতো গোশালাতেই চলছে। স্কুলঘর নির্মাণের জন্যে বরাদ্দ টাকা কি যথেষ্ট নয়? তাই কি এই বিকল্প ব্যবস্থা? নাকি অন্য কোন কারণ আছে এর পেছনে? যে জন্যেই হোক গোশালায় স্কুল ঘর খুলে বসার পরিকল্পনাটি যার তার উদ্ভাবনী মেধার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থা রাজধানীতেও এখন চালু হতে পারে। ভর্তি সমস্যা যেরকম প্রকট, তাছাড়া স্কুলগুলিতেও যখন বাড়তি সিট নেই তখন একটা বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবাতো দরকারই। খোঁজ করলে গোশালা নিশ্চয় ঢাকাতেও মিলবে। তাহলে আর চিন্তা কি? সাতক্ষীরার মত ব্যবস্থা এখানেও চালু করা যায়।